উৎসব-শেষে সেই দিনই সন্ধ্যায় মহারাজ শিবসিংহ কবি বিদ্যাপতিকে তাঁহার রাজ-সভায় রাজকবির আসন গ্রহণ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। তাহার পর, রাজা যাহা বলিলেন সে-ই তাঁহার অন্তরের কথা। বলিলেন, "কবি, রাজসভা হয়'ত আরও কিছুদিন তোমার অপেক্ষা ক'রতে পারতো, কিন্তু রাজা নিজে আর পারে না। কেন, জান? প্রতিমা পেয়েছি, কিন্তু প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রতে পারি নি। তোমার কবিতা হবে আমার মন্ত্র, তুমি হবে আমার পুরোহিত।"

কবি চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু তবু রাজার আদেশ অমান্য করিতে পারিলেন না।

অলক্ষ্যে দেবতা হাসিলেন!

বিশপী গ্রামে কবির আপনার জন বলিতে ছিল অন্ধ অনুগত ভৃত্য মধুসূদন, আর তাহাদের গ্রামেরই এক পরমাসুন্দরী যুবতী, অনুরাধা। মধুসূদন বিদ্যাপতি-ঠাকুরের মন্দিরে থাকে, ঠাকুরের পূজা করে,—অনুরাধা ঠাকুরের জন্য ফুল তুলিয়া আনে, আর কবি বিদ্যাপতি রচিত গানগুলি গাহিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

মধুসূদন বহুকালের পুরাতন ভৃত্য। তাহারই উপর ঠাকুরের পূজার ভার অর্পণ করিয়া বিদ্যাপতি মিথিলা যাইবার জন্য রাজার প্রেরিত রথে গিয়া আরোহণ করিলেন। রথ ছাড়িয়া

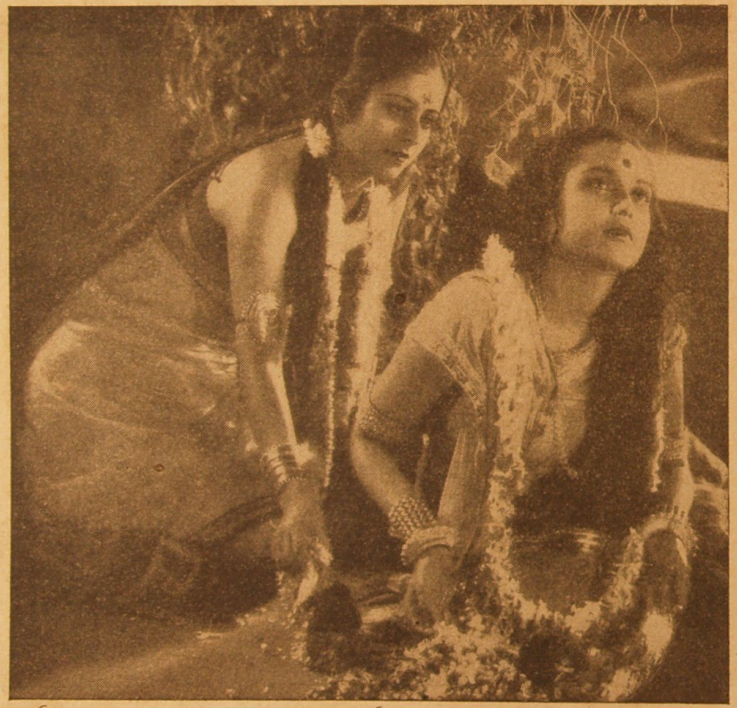

দিল। কিন্তু পথের মাঝে দেখা গেল, অনুরাধা বসিয়া আছে। সে কিছুতেই তাঁহার সঙ্গ ছাড়িবে না।

বিদ্যাপতির সঙ্গে অনুরাধাও আসিল মিথিলায়। জানি না, দেবতা আবার হাসিলেন কি না!

কবি বিদ্যাপতি মিথিলায় আসিয়া শিবসিংহের সভাকবি হইলেন। কবি বিদ্যাপতির প্রভাবে রাণী লছমী দেবীর অন্তরের আলোক জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু আলো যে জ্বালিয়াছে রাণীর মন পড়িল তাহারই উপর। রাজা বুঝিলেন; কিন্তু এমন দিনে হঠাৎ এক দুঃসংবাদ আসিল, বঙ্গদেশ হইতে এক শত্রু-বাহিনী তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য মিথিলার দিকে অগ্রসর হইতেছে। রাজা যুদ্ধে চলিয়া গেলেন; বন্ধু বিদ্যাপতিকে ডাকিয়া বলিলেন—"রাণী লছমী দেবীর সমস্ত ভার আমি তোমারই উপর অর্পণ ক'রে গেলাম।"

রাজার বুকে ব্যথা ছিল, অবিশ্বাস ছিল না।

বিদ্যাপতি সত্যই বড় বিপদে পড়িলেন—ভাবিলেন, মিথিলা পরিত্যাগ করিয়া আবার তিনি তাঁহার সেই বিশপী গ্রামেই ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু অনুরাধা বাধা দিল—বলিল,

"বিদ্যাপতি-ঠাকুর! প্রেমের মহাধর্ম্ম প্রচার ক'রে আজ তুমি মহাকবি; তুমি যদি ভয় পেয়ে দূরে স'রে যাও, তোমার ধর্ম্মও দূরে স'রে যাবে।"

পূজার মন্দিরে সেদিন দুজনের দেখা।

রাণী লছমী বিদ্যাপতিকে দেখিয়া নিজেকে আর সেদিন কোন প্রকারেই চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না—বলিলেন, "পূজার বেদীর উপর ওই যে আমার ঠাকুরের মূর্ত্তি, আর আমার এই চোখের সুমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি, এই দু'এর মধ্যে কোনও প্রভেদ-পার্থকাই যে আমি আর দেখ্‌তে পাচ্ছি না, কবি! বল, ঠাকুর, একি মিথ্যা, একি শুধুই কামনা, একি পাপ?"

বিদ্যাপতি বলিলেন, "হ্যাঁ পাপ,—সমাজে বাস ক'রে সমাজের বিধি লঙ্ঘন করা পাপ।"

ওদিকে যুদ্ধের তখনও বিলম্ব আছে দেখিয়া শিবসিংহ সেই অবসরে মিথিলায় ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমন সময় রাজ্যের মহা-অমাত্য এক ষড়যন্ত্র করিয়া বসিলেন। তিনি ভাবিলেন, রাজাকে কিছুদিন যদি রাজ্যের বাহিরে রাখা যায় তাহা হইলে মন্দ হয় না। রাণী ও বিদ্যাপতির প্রেম ততদিনে অত্যন্ত গভীর হইয়া উঠিবে। রাজা আসিয়া যখন

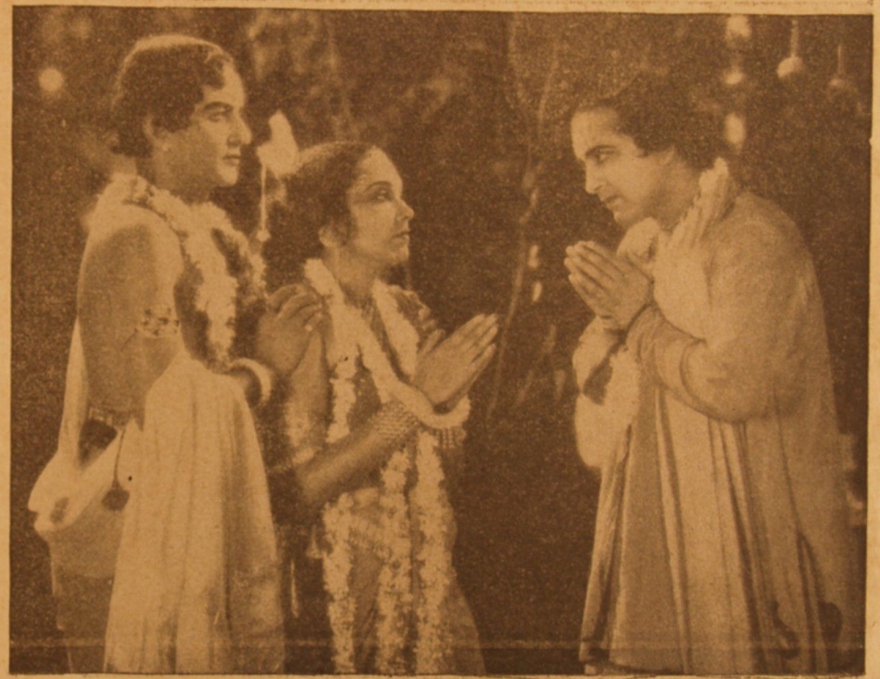

দেখিবেন তাহারা যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে, তখন হয়তো তাঁহার চোখ খুলিবে, পত্নীর প্রতি অন্ধ-বিশ্বাস এবং বন্ধুর প্রতি সুগভীর প্রীতি যে তাঁহার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তখন হয়ত তাহা বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং যেমন চলিতেছে চলুক—এখন আর বাধা দিয়া কাজ নাই।

এই ভাবিয়া বিদূষককে মন্ত্রণা দিয়া, বেশ করিয়া শিখাইয়া তিনি রাজার কাছে পাঠাইলেন। মহা-অমাত্য কার্য্যোদ্ধার প্রায় একরকম করিয়াই ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু মূর্খ বিদূষক শেষ পর্য্যন্ত সব কিছু দিল গোলমাল করিয়া—গোপন ষড়যন্ত্রের কথা রাজার কাছে সবই একদিন বলিয়া ফেলিল। রাজার মনে রাণীর প্রতি মমতা জাগিয়া উঠিল—ভাবিলেন, তিনি বোধ হয় ভুল বুঝিয়াছিলেন।

শিবসিংহ তৎক্ষণাৎ মিথিলায় ফিরিলেন।

রাণী লছমী দেবী পূজার মন্দিরে যাইতেছেন, সম্মুখে বিদ্যাপতিকে আসিতে দেখিয়া হঠাৎ একটা গাছের আড়ালে লুকাইয়া দাঁড়াইলেন—ভাবিলেন, মন্দিরের দেবতা সম্মুখেই আসিয়াছেন। বিদ্যাপতি চলিয়া যাইতেই, অত্যন্ত সন্তর্পণে রাণী সেই পথের ধূলা মাথায় লইলেন। সেই সময় রাজা শিবসিংহ রাণীর কাছে আসিতেছিলেন। তাঁহার হাতে ছিল রাণীকে দিবার জন্য এক গোছা ফুল।

এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, হাত হইতে ফুলের গোছা মাটিতে পড়িয়া গেল। কোথায় ছিল অনুরাধা, তৎক্ষণাৎ সেই ফুলের গোছা তুলিয়া লইয়া ছুটিল সে মন্দিরের দিকে। ফুলগুলি দেবতার পদপ্রান্তে নামাইয়া দিয়া সে বলিল, "তোমারই পায়ের তলায় মানুষের সকল দ্বন্দ্ব, সকল কলহের অবসান হয়—আমি জানি ঠাকুর! ওদের পরিত্যক্ত ফুল আমি তাই তোমারই চরণে এনে দিলাম।"

রাজা শিবসিংহ হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সে অসুস্থতার সংবাদ কাহারও কাছে তিনি প্রকাশ করিতে চাহিলেন না। রাণী বারম্বার তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেমন করিয়া তিনি বলিবেন যে, "এই অসুখের হেতু একমাত্র তুমিই।" না, না, রাণীকে তিনি আঘাত করিতে পারিবেন না। রাজা ভাবিতে লাগিলেন রাণীর জন্য, রাণী ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন রাজার জন্য! অথচ দুজনেই নিরুপায়!

অনুরাধার নিকট রাণী লছমী তাঁহার মনের সমস্ত বেদনা নিবেদন করিয়া কহিলেন যে, তাঁহার মরণই শ্রেয়ঃ। যে-প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি তিনি কবির চরণে অর্পণ করিয়াছেন, সাধক তাহা শুধু দেবতার চরণেই অর্পণ করে! কিন্তু জনসাধারণ তাঁহার প্রেমের সেই শুদ্ধ মূর্ত্তিটী দেখিতে পাইল না, তাহাদের হীন কল্পনায় ভাসিয়া উঠিল লালসা-লিপ্ত কামনার চিত্র! এক্ষেত্রে মরণ ছাড়া তাঁহার আর উপায় কি? সমাজের অনুশাসন মানিয়া, বিদ্যাপতিকে পূজা না করিয়া জীবন ধারণ করা ত' তাহার পক্ষে সম্ভব নয়!

অনুরাধা শুনিলেন। তিনিও বিদ্যাপতিকে ভালবাসিয়াছিলেন তাঁহার অন্তরের সমস্ত সম্পদ দিয়া।

যে প্রেমের সাধনায় অনুরাধা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সে প্রেম হিংসা-দ্বেষ বিবর্জ্জিত। তাই একান্ত দরদীর মতই অনুরাধা রাণীকে বলিতে পারিলেন—সমাজের অনুশাসন যতই সঙ্কীর্ণ হোক না কেন, পবিত্র প্রেমের গতি রোধ করার সাধ্য তাহার নাই। যদি সমাজ তাঁহাকে প্রকাশ্য উপাসনায় বাধা দেয়, অন্তরের গভীর উপাসনা ত' পড়িয়া রহিয়াছে! রাণী বুঝিলেন। সহসা যেন কি মন্ত্রবলে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে নবসূর্য্যালোক-প্লাবিত এক নূতন জগতের সিংহদ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল!

অনুরাধা বলিলেন—তুমি বল, "আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে, ভিতর দুয়ার খোলা"

রাণী প্রেমের এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন।

তাঁহার সাধনা সিদ্ধ হইল।

এদিকে অন্তরের আঘাতে রাজা শয্যা লইয়াছেন। ভাবিতেছেন —তাঁহার প্রেম কি এমনই ব্যর্থ হইবে, ইহার কি কোনও মূল্যই নাই? কবি রাজার ব্যথায় ব্যথিত হইয়া রাণীর প্রেমকে পাপ বলিয়াছেন; কিন্তু রাজা ভাবিলেন—রাণীর পাপে ত' তাঁহার শাস্তি হইতে পারে না, তবে কি দোষে তাঁহার কষ্ট?

অনুরাধা বলিলেন—"রাজার নিজেরই দোষে রাজার এই কষ্ট!" বিদ্যাপতি অনুরাধার প্রগল্‌ভতায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; কিন্তু রাজা বলিলেন, "অনুরাধা, বল ত আমার কি দোষ?" তখন অনুরাধা কাঁদিয়া বলিল, "মহারাজ, যে ভালবেসে সুখী, সে-ই সুখী। আর যে ভালবাসা পেয়ে সুখী হ'তে চায়, তার দুঃখ, তার হাহাকার কোনদিন ঘুচবে না।"

—নয়—

রাজার অন্তরে আজ ভালবাসার নূতন রূপ, প্রেমের সত্য আলোক দেখা দিল—তিনিও দেখিলেন, প্রেমের সাধনা বাহিরে নয়, ভিতরে। তিনি বলিলেন, "আমার বাহির-দুয়ারে কপাট লেগেছে, ভিতর-দুয়ার খোলা!"

প্রেম-সাধনার এই পূত-বেদীতে দাঁড়াইয়া আজ রাজা ও রাণীর সব দ্বন্দ্ব যেন মিটিয়া গেল। মন্দিরে পূজার আয়োজন হইল।

আজ ব্রত উদ্‌যাপন হইবে। আজ কেহ কাহাকে চায় না—কাহার সঙ্গে কাহারও কোনও সংঘাত নাই। বিশপী হইতে মধুসূদন দাদা ছুটিয়া আসিলেন, বলিলেন—"অনুরাধা, আমাকে নিয়ে যাবে তোমাদের ঐ মন্দিরে?"

অনুরাধা বলিল, "চল মধুসূদন দাদা"। তারপর কবির দিকে চাহিয়া বলিল—"চল কবি, মনের মুক্তির অগ্রদূত তুমি। তোমারই আহ্বানে আজ রাজা, রাণী, মধুসূদন দাদা, আমি— আমরা সকলেই চ'লেছি—যাত্রী—অনন্ত প্রেমের পথে অভিসারিকা।"

মন্দিরে সন্ধ্যার প্রদীপ জলিয়া উঠিল। দেবদাসী আসিয়া নৃত্য সুরু করিল। নৃত্য-ছন্দে সে বলে—"ওগো, তোমার ভাল-মন্দ পাপ-পুণ্য সব দেবতার চরণে বিলিয়ে দাও—সে-ই হবে পূর্ণ-ভগবানের পূর্ণ-পূজা।"

কিন্তু পূজায় বাধা পড়িল।

সেনাপতি সীমান্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া মহা-অমাত্যকে বলিল, "শত্রু আমাদিগকে প্রতারিত করিয়া মিথিলার সন্নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে।"

মন্ত্রী ছুটিলেন অসুস্থ রাজার কাছে।

কিন্তু যুদ্ধ ছাড়া মন্ত্রী ও সেনাপতির অন্য উদ্দেশ্য ছিল। তাহারা কোনদিনই বিদ্যাপতির কাব্য ও তাঁর প্রচারিত প্রেমধর্ম্মকে ভাল চোখে দেখিতে পারে নাই—আজ রাজার পত্নী-প্রেম ও রাণীর পরকীয়-প্রেম তাহাদিগকে সুযোগ দিয়াছিল।

তাই ক্রুদ্ধ মন্ত্রী বলিল, "মহারাজ, তুমি যদি তোমার রাণীকে ছেড়ে যুদ্ধে না যাও, তাহ'লে মিথিলার প্রজারা বিদ্রোহী হ'য়ে উঠবে।"

রাজা বলিলেন—"প্রজা বিদ্রোহী হবে না—বিদ্রোহ ক'রেছ তোমরা। জগতে যারা ভালবাসে তারা কোনও ক্ষতি করে না,—যারা সে-ভালবাসাকে নষ্ট করতে চায় তারাই ক্ষতি করে, তারাই বিদ্রোহ করে। তোমরা যাও।" মন্ত্রীকে এই কথা বলিয়া মানসিক উত্তেজনায় রাজা প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

বিদ্যাপতি আসিলেন, রাজা বন্ধুর আলিঙ্গনে শান্ত হইয়া বলিলেন—"বন্ধু, পূজায় চল মন্দিরে—আর বিলম্ব নয়।"

কিন্তু রাজার কাছে লাঞ্ছিত হইয়া মন্ত্রীর অন্তরের প্রতিবাদ প্রতিহিংসায় পরিণত হইল। মন্দিরে দেবতার আরাধনায় নিমগ্না লছমীর কাছে গিয়া মন্ত্রী বলিলেন—"মহারাণি, মিথিলার সমস্ত প্রজা ও মিথিলার রাজা আজ নিশ্চিত-ধ্বংসের পথে ছুটে চলেছে,—তাদের বাঁচাতে পারেন শুধু আপনি।"

মন্ত্রী রাণীর হাতে তুলিয়া দিলেন বিষের পাত্র।

রাণী হাসিলেন, বলিলেন,—"মহা-অমাত্য, মিথিলার মঙ্গল হোক্।" তাহার পর দেবতার দিকে চাহিয়া হাসিমুখে বিষপান করিলেন।

এইবার সত্যই পূজা সুরু হইল। মন্দিরে দেবদাসী নৃত্য করিতেছে আর মধুসূদন দাদা গান করিতেছে। রাজা, কবি ও অনুরাধা পূজায় যোগ দিলেন। রাণী প্রস্তরমূর্ত্তির মত পাথরের ঠাকুরের সুমুখে দাঁড়াইয়া। রাজা বলিলেন, "রাণীর ধ্যান ভঙ্গ ক'রো না।"

কবি দেখিলেন—বুকের ব্যথায় রাজার নিঃশ্বাস বন্ধ হইতে চাহে, বলিলেন, "বন্ধু!"

রাজা বলিলেন—"চুপ্, বন্ধু, পূজার ব্যাঘাত হবে।"

গীতে-নৃত্যে সেই পূজার পূর্ণাহুতি দেওয়া হইল—রাজা সেই মুহূর্ত্তে বলিলেন, "লছমী, আমার পূজা শেষ হয়েছে, আমি চল্লাম।"

রাজা আবার ডাকিলেন—"লছমী।"

লছমী সাড়া দিলেন না—তাঁহার দেহ লুটাইয়া পড়িল বিষ্ণুমূর্ত্তির পদতলে।

উত্তর দিলেন—মন্দিরের দেবতা।

রাজা দেখিলেন—পাথরের ঠাকুরের চোখে অশ্রু!

—এক—

মধুঋতু মধুকর-পাঁতি।
মধুর কুসুম-মধু-মাতি॥
মধুর বৃন্দাবন-মাঝ।
মধুর মধুর রসরাজ॥
মধুর যুবতীগণ-সঙ্গ।
মধুর মধুর-রসরঙ্গ॥
মধুর যন্ত্র-রসাল।
মধুর মধুর-করতাল॥
মধুর নটন-গতিভঙ্গ।
মধুর নটিনী-নটরঙ্গ॥

—পাহাড়ী সান্যাল

—দুই—

আজু রজনী হম ভাগে গঙায়ল
পেখনু পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানল
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানল
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিধি মোহে অনুকূল হোয়ল—
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥
বিদ্যাপতি কহ— অলপ-ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয় নব নেহা॥

—পাহাড়ী সান্যাল

—তিন—

সজল নয়ন করি পিয়া পথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগ চারি।
যেন শত যুগ মনে হয়।
তারে এক তিল না হেরিলে
শত যুগ মনে হয়
যেন শত যুগ মনে হয়॥
পর অনুরাগে পিয়া দূর দেশ গেলা।
পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥

নারীর দীরঘ-শ্বাস পড়ুক তাহার পাশ
মোর পিয়া যার পাশে বৈঠে ॥
পাখী যদি হউ পিয়া পাশে উড়ি যাউ
সব দুঃখ কহুঁ তার পাশে ॥

—কানন দেবী

—চার—

অব মথুরাপুরে মাধব গেল ।
গোকুল-মাণিক কে হরি নিল ॥
হরিয়া নিল কে,
আমার হরি হরিয়া নিল কে ॥
গোকুলে উছলিল করুণার রোল ।
নয়ানে সলিলে বহয়ে হিল্লোল ॥
শূন্য ভেল মন্দির, শূন্য ভেল নগরী ।
শূন্য ভেল দশদিশি, শূন্য ভেল সগরী ॥
কৈছে হম যাওব যমুনা-তীর ।
কৈসে নেহারব কুঞ্জ-কুটীর ॥

নয়ানকি নিদ গেল বয়ানকি হাস ।
সুখ গেল পিয়া সাথ, দুঃখ হাম পাস ॥
পাপ পরাণ মম আন নাহি জানত
কানু কানু (কৃষ্ণ হে) কহি ঝুরে,
আর বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব—
রাধারে কাঁদায়ে গেল দূরে ॥

—কৃষ্ণচন্দ্র দে

—পাঁচ—

নব বৃন্দাবন নব নব তরুগণ
নব নব বিকশিত ফুল ।
নবল বসন্ত নবল মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল ॥

—পাহাড়ী ও কানন

—ছয়—

সখি হে, হমর দুখক নহি ওর রে ।
ঈ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর রে ॥

ঝঞ্ঝা ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরি খন্তিয়া ।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া ॥
কুলিশ কত শত- পাত-মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া ।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥
তিমির দিগ ভরি, ঘোর যামিনী,
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া ।
বিদ্যাপতি কহ, কৈসে গমায়বি
হরি বিনু দিন রাতিয়া ॥

—পাহাড়ী সাঁওতাল

—সাত—

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া ।
পলটি চলব হম ঈষত হাসিয়া ॥

আবেশে আঁচরে পিয়া ধরবে।
যাওব হম যতন বহু করব।
কঁচুয়া ধরবে যব হঠিয়া।
করে কর বাঁধব কুটিল আধ দিঠিয়া।
রভস মাগব পিয়া যবহি।
মুখ মোড়ি বিহুসি বোলব নাহি নাহি॥

—কানন দেবী

—আট—

[রচনা : কাজী নজরুল]

পীতাম্বর—রাই বিনোদিনী, দোলো, দোলো ঝুলন দোলায়।
লবঙ্গ—একা লাগেনা ভালো, সাথে এসে দোলো শ্যামরায়।
পীতাম্বর—রাঙ্গা চরণ দেখিতে পাবো ব'লে
দাঁড়াইয়া এই তরুতলে—
লবঙ্গ—শ্যাম, বাঁধিয়া বাহুডোরে, আশ্রয় দাও মোরে।
একা বড় ভয় পায়।

—অহি সান্যাল ও দেববালা

—নয়—

সখি কে বলে পীরিতি ভালো,
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া কাঁদিতে জনম গেল।
কুলবধূ হোয়ে কুলে দাঁড়ায়ে, যে ধনি পীরিতি করে
তুষের অনল যেন সাজাইয়া এমতি পুড়িয়া মরে।

—কানন দেবী

—দশ—

(ওরে) সফল হবে সকল পূজা
তাঁরি রাঙ্গা চরণ তলে।
ভুলের কথা ভুলে যা'রে
তোর ভোলাতে সেই চির-ভোলা নাহি ভোলে।
ঐ যে কিশোর বাজায় বেণু
ঐ যে রাখাল চরায় ধেনু,
নদীর তীরে যাত্রীরা ঐ—
সবাই পাবে চরণ রেণু।
আয়রে ছুটে আয়রে জেগে,
ঘরের বাঁধন আয়রে ভেঙ্গে আয়,
পথের কাঁটা, ও তুই, পথের কাঁটা পায়ে দ'লে চল।
(তখন) ফুটবে জীবন-শতদলে—

প্রেম বিরহের নয়ন জলে
প্রেমের ঠাকুর, ঠাকুর আসবে নেমে হৃদয়-তলে॥

—কৃষ্ণচন্দ্র দে

—এগারো—

আমার বাহির-দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর-দুয়ার খোলা—
কাঁটার আড়ালে ফুলের বসতি
আঁধার পেরিলে আলা।

—কৃষ্ণচন্দ্র. দে

—বারো—

[রচনা : শৈলেন রায়]

ও তোর অভিসারের লগ্ন এলো
এলোরে সময়
এবার বঁধুর পায়ে লুটিয়ে দে প্রাণ
কর জীবন মধুময়॥
তোর দেহের গরব প্রেমের ধূপে
জ্বালিয়ে দে ও তুই জ্বালিয়ে দে আজ
চুপে চুপে॥

তোর সব আবরণ, সব আভরণ যা কিছু
সঞ্চয়
তাঁর চরণ ঘায়ে চূর্ণ হোয়ে যেন আপনি
ধূলি হয়।

* * *

তোর চরণ কেন অচল হল
কেন রে সংশয়!
কেন নয়ন চলে সমুখ পানে
পরাণ পিছে রয়!
জাগ আনন্দে জাগ রে আজ
নাইরে ভয় নাইরে লাজ।

* * *

পূর্ণ আমি, ধন্য আমি, ভুবন মোহনশ্যাম,
আমার তনু মনের ছন্দে জাগে তোমার মধুনাম॥
ধন্য জনম মম, ধন্য মরণ মম,
তোমার পায়েই শরণ নিয়ে, ধন্য, ধন্য আমি,
ধন্য হে প্রিয়তম।
আমার আমি আজকে বঁধু শুধুই তুমি-ময়
আমি শুধুই তুমি-ময়।

—কৃষ্ণচন্দ্র ও কানন দেবী

বর্ত্তমান বৎসরের নিউ থিয়েটার্সের অপর কয়েকটি স্মরণীয় চিত্র-নিবেদন—

দেশের মাটি

দেশ-মাতৃকার চরণে নিউ থিয়েটার্সের
সকৃতজ্ঞ চিত্র-নিবেদন

অভিজ্ঞান

রূপবাণীতে মুক্তি-প্রতীক্ষায়!

?

সভ্য-সমাজের আবর্জ্জনা বলিয়া যে এতদিন দূরে সরিয়া ছিল—আইনের চোখে সে কেহ নহে—ধর্ম্ম ও ভগবানের বিচারেও কী তাহার দাবী অবহেলার বস্তু?

পরিচালক—প্রমথেশ বড়ুয়া

শ্রেষ্ঠাংশে—যমুনা, মেনকা, চিত্রলেখা, বড়ুয়া, পাহাড়ী, শৈলেন চৌধুরী, ইন্দু মুখোপাধ্যায় ও পঙ্কজ মল্লিক

THE NEW THEATRES LIMITED

জীবতাং জ্যোতিরেতু ছায়াম্

বিদ্যাপতি

সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

দেবকী কুমার বসু

সঙ্গীত

রাইচাঁদ বড়াল

সম্পাদনা

সুবোধ মিত্র

ভূমিকায় :—

পাহাড়ী সান্যাল, কাননদেবী, ছায়াদেবী, দুর্গাদাস,
অমর মল্লিক, লীলা দেশাই প্রভৃতি

পরিবেশক

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেড

বিদ্যাপতি

প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে একদা এক বসন্তদিবসে, মিথিলার রাজা শিবসিংহের প্রমোদ-উদ্যানে বসন্তোৎসব সুরু হইয়াছে, চারিদিকে আলোক, চারিদিকে আনন্দ, কোথাও এতটুকু দৈন্য নাই, কোথাও এতটুকু মালিন্যের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। রাজা শিবসিংহ নিজে এই উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন, নর-নারীর অবাধ-মিলন এই উৎসবের বৈশিষ্ট—উৎসবে সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন। রাণী লছমী দেবীও আসিয়াছিলেন। অকস্মাৎ কবি বিদ্যাপতির সঙ্গে তাঁহাদের দেখা। কবি আসিয়াছিলেন রাজার নিমন্ত্রণে—বহুদূর বিশপী গ্রাম হইতে।

মহারাজ শিবসিংহ তাঁহার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু বিদ্যাপতির সহিত মহারাণী লছমীর পরিচয় করাইয়া দিলেন। বিস্মিত-স্তব্ধ মহারাণী অপলক-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন কবির দিকে,—দেখিলেন উৎসবের আরম্ভ হইতে এক অপূর্ব্ব গরিমায় আকৃষ্ট হইয়া যে-যুবককে তিনি স্বপ্নাবিষ্টের মত উদ্যানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া ফিরিয়াছেন সে যুবক আর কেহই নহে, তিনিই স্বয়ং কবি বিদ্যাপতি!

উৎসব-শেষে সেই দিনই সন্ধ্যায় মহারাজ শিবসিংহ কবি বিদ্যাপতিকে তাঁহার রাজ-সভায় রাজকবির আসন গ্রহণ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। বলিলেন, "কবি, রাজসভা হয়'ত আরও কিছুদিন তোমার অপেক্ষা ক'রতে পারতো, কিন্তু রাজা নিজে আর পারে না। কেন, জান? প্রতিমা পেয়েছি, কিন্তু প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রতে পারি নি। তোমার কবিতা হবে আমার মন্ত্র, তুমি হবে আমার পুরোহিত।"

কবি চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু তবু রাজার আদেশ অমান্য করিতে পারিলেন না!

অলক্ষ্যে দেবতা হাসিলেন!

বিশপী গ্রামে কবির আপনার জন বলিতে ছিল অন্ধ অনুগত ভৃত্য মধুসূদন, আর তাহাদের গ্রামেরই এক পরমাসুন্দরী যুবতী, অনুরাধা। মধুসূদন বিদ্যাপতি-ঠাকুরের মন্দিরে থাকে, ঠাকুরের পূজা করে,—অনুরাধা ঠাকুরের জন্য ফুল তুলিয়া আনে, আর কবি বিদ্যাপতি রচিত গানগুলি গাহিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

বিদ্যাপতির সঙ্গে অনুরাধাও আসিল মিথিলায়। জানি না দেবতা আবার হাসিলেন কি না!

কবি বিদ্যাপতি মিথিলায় আসিয়া শিবসিংহের সভাকবি হইলেন। কবি বিদ্যাপতির প্রভাবে রাণী লছমী দেবীর অন্তরের আলোক জলিয়া উঠিল। কিন্তু আলো যে জ্বালিয়াছে রাণীর মন পড়িল তাহারই উপর। রাজা বুঝিলেন; কিন্তু এমন দিনে হঠাৎ এক দুঃসংবাদ আসিল, বঙ্গদেশ হইতে এক শত্রু-বাহিনী তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য মিথিলার দিকে অগ্রসর হইতেছে। রাজা যুদ্ধে

চলিয়া গেলেন; বন্ধু বিদ্যাপতিকে ডাকিয়া বলিলেন—"রাণী লছমী দেবীর সমস্ত ভার আমি তোমারি উপর অর্পন ক'রে গেলাম।"

রাজার বুকে ব্যথা ছিল, অবিশ্বাস ছিল না।

বিদ্যাপতি সত্যই বড় বিপদে পড়িলেন—ভাবিলেন, মিথিলা পরিত্যাগ করিয়া আবার তিনি তাঁহার সেই বিশপী গ্রামেই ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু অনুরাধা বাধা দিল—বলিল, "বিদ্যাপতি-ঠাকুর! প্রেমের মহাধর্ম্ম প্রচার ক'রে আজ তুমি মহাকবি; তুমি যদি ভয় পেয়ে দূরে স'রে যাও, তোমার ধর্ম্মও দূরে স'রে যাবে।"

পূজার মন্দিরে সেদিন দুজনের দেখা।

রাণী লছমী বিদ্যাপতিকে দেখিয়া নিজেকে আর সেদিন কোন প্রকারেই চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না—বলিলেন, "পূজার বেদীর উপর ওই যে আমার ঠাকুরের মূর্ত্তি আর আমার এই চোখের সুমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি, এই দু'এর মধ্যে কোনও প্রভেদ-পার্থক্যই যে আমি আর দেখ্‌তে পাচ্ছি না, কবি! বল, ঠাকুর, একি শুধুই কামনা, একি পাপ?"

বিদ্যাপতি বলিলেন, "হ্যাঁ পাপ,—সমাজে বাস ক'রে সমাজের বিধি লঙ্ঘন করা পাপ।"

ওদিকে যুদ্ধের তখনও বিলম্ব আছে দেখিয়া শিবসিংহ সেই অবসরে মিথিলায় ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমন সময় রাজ্যের মহা-অমাত্য রাজার পত্নীর প্রতি অন্ধবিশ্বাস এবং বন্ধুর প্রতি সুগভীর প্রীতি যে তাঁহার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য এক ষড়যন্ত্র করিয়া বসিলেন।

বিদূষককে মন্ত্রণা দিয়া, বেশ করিয়া শিখাইয়া তিনি রাজার কাছে পাঠাইলেন। মহা-অমাত্য কার্য্যোদ্ধার প্রায় একরকম করিয়াই ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু মূর্খ বিদূষক শেষ পর্য্যন্ত সব কিছু দিল গোল করিয়া—গোপন ষড়যন্ত্রের কথা রাজার কাছে সবই একদিন বলিয়া ফেলিল। রাজার মনে রাণীর প্রতি মমতা জাগিয়া উঠিল—ভাবিলেন, তিনি বোধহয় ভুল বুঝিয়াছিলেন।

শিবসিংহ তৎক্ষণাৎ মিথিলায় ফিরিলেন।

রাণী লছমী দেবী পূজার মন্দিরে যাইতেছেন, সম্মুখে বিদ্যাপতিকে আসিতে দেখিয়া হঠাৎ একটা গাছের আড়ালে লুকাইয়া দাঁড়াইলেন—ভাবিলেন, মন্দিরের দেবতা সম্মুখেই আসিয়াছেন। বিদ্যাপতি চলিয়া যাইতেই, অত্যন্ত সন্তর্পণে রাণী সেই পথের ধূলা মাথায় লইলেন। সেই সময় রাজা শিবসিংহ রাণীর কাছে আসিতেছিলেন। তাঁহার হাতে ছিল রাণীকে দিবার জন্য এক গোছা ফুল।

এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, হাত হইতে ফুলের গোছা মাটিতে পড়িয়া গেল। কোথায় ছিল অনুরাধা, তৎক্ষণাৎ সেই ফুলের গোছা তুলিয়া লইয়া ছুটিল সে মন্দিরের দিকে। ফুলগুলি দেবতার পদপ্রান্তে নামাইয়া দিয়া সে বলিল, "তোমারই পায়ের তলায় মানুষের সকল দ্বন্দ্ব, সকল কলহের

অবসান হয়—আমি জানি ঠাকুর! ওদের পরিত্যক্ত ফুল আমি তাই তোমারই চরণে এনে দিলাম।"

রাজা শিবসিংহ হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সে অসুস্থতার সংবাদ কাহারও কাছে তিনি প্রকাশ করিতে চাহিলেন না।

অনুরাধার নিকট রাণী লছমী তাঁহার মনের সমস্ত বেদনা নিবেদন করিয়া কহিলেন যে, তাঁহার মরণই শ্রেয়ঃ। সমাজের অনুশাসন মানিয়া, বিদ্যাপতিকে পূজা না করিয়া জীবন ধারণ করা ত' তাহার পক্ষে সম্ভব নয়! অনুরাধা শুনিলেন। তিনিও বিদ্যাপতিকে ভালবাসিয়াছিলেন তাঁহার অন্তরের সমস্ত সম্পদ দিয়া। তাই একান্ত দরদীর মতই অনুরাধা রাণীকে বলিতে পারিলেন—সমাজের অনুশাসন যতই সঙ্কীর্ণ হোক না কেন, পবিত্র প্রেমের গতি রোধ করার সাধ্য তাহার নাই। রাণী বুঝিলেন। অনুরাধা বলিলেন—"তুমি বল,—আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে, ভিতর দুয়ার খোলা।" রাণী প্রেমের এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন।

এদিকে অন্তরের আঘাতে রাজা শয্যা লইয়াছেন। ভাবিতেছেন—তাঁহার প্রেম কি এমনই ব্যর্থ হইবে, ইহার কি কোনও মূল্যই নাই? তখন অনুরাধা কাঁদিয়া বলিল. "মহারাজ, যে ভালবেসে সুখী, সে-ই সুখী। আর যে ভালবাসা পেয়ে সুখী হ'তে চায়, তার দুঃখ, তার হাহাকার কোনদিন ঘুচবে না।"

রাজার অন্তরে আজ ভালবাসার নূতন রূপ, প্রেমের সত্য আলোক দেখা দিল—তিনিও দেখিলেন প্রেমের সাধনা বাহিরে নয়, ভিতরে। তিনি বলিলেন, "আমার বাহির-দুয়ারে কপাট লেগেছে, ভিতর-দুয়ার খোলা!"

প্রেম-সাধনার এই পূত-বেদীতে দাঁড়াইয়া আজ রাজা ও রাণীর সব দ্বন্দ্ব যেন মিটিয়া গেল। মন্দিরে পূজার আয়োজন হইল।

আজ ব্রত উদ্‌যাপন হইবে। কাহার সঙ্গে কাহারও কোনও সংঘাত নাই। বিশপী হইতে মধুসূদন দাদা ছুটিয়া আসিলেন, বলিলেন—"অনুরাধা, আমাকে নিয়ে যাবে তোমাদের ঐ মন্দিরে?" অনুরাধা বলিল, "চল মধুসূদন দাদা"। তারপর কবির দিকে চাহিয়া বলিল—"চল কবি, মনের অগ্রদূত তুমি। তোমারই আহ্বানে আজ রাজা, রাণী, মধুসূদন দাদা, আমি—আমরা সকলেই চ'লেছি—যাত্রী—অনন্ত প্রেমের পথে অভিসারিকা।"

মন্দিরে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। দেবদাসী আসিয়া নৃত্য সুরু করিল।

কিন্তু পূজায় বাধা পড়িল।—

সেনাপতি সীমান্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া মহা-আমাত্যকে বলিল, "শত্রু আমাদিগকে প্রতারিত করিয়া মিথিলার সন্নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে।"

মন্ত্রী ছুটিলেন অসুস্থ রাজার কাছে।

মন্ত্রী বলিলেন মহারাজ, তুমি যদি তোমার রাণীকে ছেড়ে যুদ্ধে না যাও, তা'হলে মিথিলার প্রজারা বিদ্রোহী হ'য়ে উঠবে।

রাজা বলিলেন—"প্রজা বিদ্রোহী হবে না—বিদ্রোহ ক'রেছ তোমরা। জগতে যারা ভালবাসে তারা কোনও ক্ষতি করে না,—যারা সে-ভালবাসাকে নষ্ট করিতে চায় তারাই ক্ষতি করে, তারাই বিদ্রোহ করে। তোমরা যাও।"

বিদ্যাপতি আসিলেন, রাজা বন্ধুর আলিঙ্গনে শান্ত হইয়া বলিলেন—"বন্ধু, পূজায় চল মন্দিরে—আর বিলম্ব নয়।"

কিন্তু রাজার কাছে লাঞ্ছিত হইয়া মন্ত্রীর অন্তরের প্রতিবাদ প্রতিহিংসায় পরিণত হইল! মন্দিরে দেবতার আরাধনায় নিমগ্না লছমীর কাছে গিয়া মন্ত্রী বলিলেন,—"মহারাণী, মিথিলার সমস্ত প্রজা ও মিথিলার রাজা আজ নিশ্চিত-ধ্বংসের পথে ছুটে চলেছে,—তাদের বাঁচাতে পারেন শুধু আপনি।"

মন্ত্রী রাণীর হাতে তুলিয়া দিলেন বিষের পাত্র।

রাণী হাসিলেন, বলিলেন,—"মহা-অমাত্য, মিথিলার মঙ্গল হোক্।" তাহার পর দেবতার দিকে চাহিয়া হাসিমুখে বিষ-পান করিলেন।

এইবার সত্যই পূজা সুরু হইল। মন্দিরে দেবদাসী নৃত্য করিতেছে আর মধুসূদন দাদা গান করিতেছে। রাজা, কবি ও অনুরাধা সকলে পূজায় যোগ দিলেন। তারপর পরিনতি কি—রুপালী পর্দায় পাবেন তার পরিচয়— ?

—গীত—

—এক—

মধুঋতু মধুকর-পাঁতি।
মধুর কুসুম-মধু মাতি॥
মধুর বৃন্দাবন-মাঝ।
মধুর মধুর রসরাজ॥
মধুর যুবতীগণ সঙ্গ।
মধুর মধুর রসরঙ্গ॥
মধুর যন্ত্র-রসাল।
মধুর মধুর-করতাল॥
মধুর নটন-গতিভঙ্গ।
মধুর নটিনী-নটরঙ্গ॥

—পাহাড়ী সান্যাল

—দুই—

আজ রজনী হম ভাগে গঙায়ল
পেখনু পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানল
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানল
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিধি মোহে অনুকুল হোয়ল—
টুটল সবহু সন্দেহা॥
বিদ্যাপতি কহ— অলপ-ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয় নব নেহা॥

—পাহাড়ী সান্যাল

—তিন—

সজল নয়ন করি পিয়া পথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগ চারি।
যেন শত যুগ মনে হয়।

তারে এক তিল না হেরিলে
শত যুগ মনে হয়
যেন শত যুগ মনে হয়॥
পর অনুরাগে পিয়া দূর দেশ গেলা।
পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥
নারীর দীরঘ-শ্বাস পড়ুক তাহার পাশ
মোর পিয়া যার পাশে বৈঠে॥
পাখী যদি হউ পিয়া পাশে উড়ি যাউ
সব দুঃখ কহুঁ তার পাশে॥
—কানন দেবী

—চার—

অব মথুরাপুরে গেল।
গোকুল-মাণিক কে হরি নিল॥
হরিয়া নিল কে,
আমার হরি হরিয়া নিল কে॥
গোকুলে উছলিল করুণার রোল।
নয়ানে সলিল বহয়ে হিল্লোল॥
শূন্য ভেল মন্দির শূন্য ভেল নগরী।
শূন্য ভেল দশদিশি শূন্য ভেল সগরী॥
কৈছে হম যাওব যমুনা-তীর।
কৈসে নেহারব কুঞ্জ-কুটীর॥
নয়ানকি নিদ গেল বয়ানকি হাস।
সুখ গেল পিয়া সাথ, দুঃখ হাম পাস॥
পাপ পরাণ মম আন নাহি জানত
কানু কানু (কৃষ্ণ হে) কহি ঝুরে,
আর বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব—
রাধারে কাঁদারে গেল দূরে॥
—কৃষ্ণচন্দ্র দে

—পাঁচ—

নব বৃন্দাবন নব নব তরুগণ
নব নব বিকশিত ফুল।
নবল বসন্ত নবল মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল॥
—পাহাড়ী ও কানন

—ছয়—

সখি হে, হমর দুখক নহি ওর রে।
ঈ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর রে॥
ঝঞ্ঝা ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরি খন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ কত শত- পাত-মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকী
ফাটি য'ওত ছাতিয়া।
তিমির দিগ ভরি, ঘোর যামিনী,
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ, কৈসে গমায়বি
হরি বিনু দিন রাতিয়া॥
—পাহাড়ী সান্যাল

—সাত—

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া।
পলটি চলব হম ঈষত হাসিয়া॥
আবেশে আঁচরে পিয়া ধরবে।
যাওব হম যতন বহু করব॥
কঁচুয়া ধরবে যব হঠিয়া।
করে কর বাঁধব কুটিল আধ দিঠিয়া॥
রসভ মাগব পিয়া যবহি।
মুখ মোড়ি বিহুসি বোলব নাহি নাহি॥
—কানন দেবী

—আট—

[রচনা : কাজী নজরুল]

পীতাম্বর—রাই বিনোদিনী, দোলো,
দোলা ঝুলন দোলায়॥
লবঙ্গ—একা লাগেনা ভালো,
সাথে এসে দোলা শ্যামরায়।

পীতাম্বর—রাঙ্গা চরণ দেখিতে পাবো
ব'লে দাঁড়াইয়া এই তরুতলে—
লবঙ্গ—শ্যাম, বাঁধিয়া বাহুডোরে, আশ্রয়
দাও মোরে। একা বড় ভয় পায়।
—অহি সান্যাল ও দেববালা

—নয়—

সখি কে বলে পীরিতি ভালো,
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া
কাঁদিয়া জনম গেল।
কুলবধূ হোয়ে কুলে দাঁড়ায়ে, যে ধনি
পীরিতি করে
তুষের অনলে যেন সাজাইয়া এমতি
পুড়িয়া মরে।
—কানন দেবী

—দশ—

(ওরে) সফল হবে সকল পূজা
তাঁরি রাঙ্গা চরণ তলে।
ভুলের কথা ভুলে যা'রে
তোর ভোলাতে সেই চির-ভোলা
নাহি ভোলে।
ঐ যে কিশোর বাজায় বেণু
ঐ যে রাখাল চড়ায় ধেনু,
নদীর তীরে যাত্রীরা ঐ—
সবাই পাবে চরণ রেণু
আয়রে ছুটে আয়রে জেগে,
ঘরের বাঁধন আয়রে ভেঙ্গে আয়,
পথের কাঁটা, ও তুই, পথের কাঁটা
পায়ে দ'লে চল।
(তখন) ফুটবে জীবন-শতদলে—
প্রেম বিরহের নয়ন জলে
প্রেমের ঠাকুর, ঠাকুর আসবে নেবে
হৃদ -তলে॥
—কৃষ্ণচন্দ্র দে

—এগারো—

আমার বাহির-দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর-দুয়ার খোলা—
কাঁটার আড়ালে ফুলের বসতি
আঁধার পেরিলে আলো। —কৃষ্ণচন্দ্র দে

—বারো—

[রচনা : শৈলেন রায়]

ও তোর অভিসারের লগ্ন এলো
এলোরে সময়
এবায় বঁধুর পায়ে লুটিয়ে দে প্রাণ
কর জীবন মধুময়॥
তোর দেহের গরব প্রেমের ধূপে
জ্বালিয়ে দে ও তুই জ্বালিয়ে দে আজ
চুপে চুপে॥
তোর সব আবরণ, সব আভরণ যা
কিছু সঞ্চয়
তাঁর চরণ ঘারে চূর্ণ বোয়ে যেন
আপনি ধূলি হয়॥
* * *
তোর চরণ কেন অচল হল
কেন রে সংশয়!
কেন নয়ন চলে সমুখ পানে
পরাণ পিছে রয়!
জাগো আনন্দে জাগ রে আজ
নাই রে ভয় নাইরে লাজ।
* * *
পূর্ণ আমি, ধন্য আমি, ভুবন মোহনশ্যাম
আমার তনু মনের ছন্দে জাগে তোমার
মধুরনাম॥
ধন্য জনম মম, ধন্য মরণ মম,
তোমার পায়েই শরণ নিয়ে, ধন্য, ধন্য
আমি, ধন্য হে প্রিয়তম।
আমার আমি আজকে বঁধু শুধুই তুমি-ময়॥
কৃষ্ণচন্দ্র ও কানন দেবী

নিউ থিয়েটার্সের চির নূতন—

চণ্ডীদাস

মীরাবাই

দেবদাস

ভাগ্যচক্র

দিদি

দেশের মাটি

সাপুড়ে

পরিচয়

উদয়ের পথে

নার্স সিসি

রামের সুমতি

প্রতিবাদ

মন্ত্রমুগ্ধ

—ঃ বিষ্ণুপ্রিয়া ঃ—

নিউ থিয়েটার্সের বাংলা চিত্রের একমাত্র পরিবেশক

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেড

১২৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

MAHAJATI ART PRESS, CALCUTTA 25.